তাওবাহ্-র জন্য হৃদয় জাগ্রত করার ডাক

❑ হে মানুষ! তুমি কতটা পাপী এবং বোকা যে তুমি তোমার স্রষ্টার বিপুল দানকে স্বীকার কর না। বছরের পর বছর অনানুগত্যে অতিক্রম করেছো এবং সুদীর্ঘকাল এমন করুণাময় এক প্রভূর অবিশ্বস্ততা করেছো যিনি তোমার সব ধরনের আরাম-আয়েশের উপকরণ যুগিয়েছেন অনস্তিত্ব থেকে, *নাউজুবিল্লাহ,* (কল্পনার সব কল্যাণ তাঁর প্রতি), তাঁর পবিত্রতা লঙ্ঘন করেছো এবং নির্লজ্জতা ও অবাধ্যতার শিখরে পৌঁছে এখন তুমি বেদনাহত ও অনুতপ্ত; আর আজ মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর প্রিয়দের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। কী বিপুল-বিশাল তাঁর কৃপা এবং পরিপূর্ণ তাঁর দান! হে আল্লাহ্! আমরা আপনার বদান্যতার কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনে অসমর্থ। আমাদের জিহ্বা আপনার যথার্থ প্রশংসা ও সম্মান করতে অক্ষম। আমরা কেবল লজ্জায় আমাদের মাথাগুলোকে আপনার সামনে নত করতে পারি ও আমাদের নির্লজ্জতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারি। আমরা আপনার ক্ষমার উপযুক্ত নই। সত্যই, আপনার কৃপা অজস্র এবং দান এতই ব্যাপক যে তার বর্ণনা করাও অসম্ভব।

❑ বিচক্ষণ ব্যক্তির উচিৎ পাপ থেকে সৃষ্ট অনুতাপ ও দুঃখবোধকে হৃদয়ে ঘনীভূত করা যাতে আল্লাহ্র ইচ্ছায়, অনুশোচনার অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, পাপের অনিবার্য ও ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা চিন্তা করে, হৃদয়ের অনুতাপ গভীরতর হয় - ফলে তার হৃদয়ে পবিত্র সেই অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হয়, যে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়: "*এটি আল্লাহ্র প্রজ্বলিত অগ্নি - যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছুবে। এতে তাদেরকে বেঁধে দেয়া হবে।*" (সূরা হুমাজাহ ঃ ৬-৮)। অনুতপ্ত হৃদয়ের ঐ অগ্নিশিখা তার সব পাপকে ভস্মীভূত করবে এবং সব মরিচা ও ক্ষয়কে পুড়িয়ে পরিশুদ্ধ করবে। তার অবশ্যই জেনে রাখা উচিৎ যে, যদি দুনিয়াতে সে নিজেই এ আগুনকে প্রজ্বলিত না করে এবং হৃদয়ে দোজখের এ দরজাকে নিজেই বন্ধ না করে, তাহলে সে অবশ্যই এ দুনিয়া ত্যাগ করে আখিরাতের জীবনে প্রবেশ করবে এবং তার জন্য প্রস্তুত ভয়ঙ্কর তীব্র আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। তখন তার জন্য দোজখের দরজাগুলোকে খুলে দেয়া হবে এবং বেহেশতের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হবে। এভাবেই বিচক্ষণ ব্যক্তি পাপের অনিবার্য কঠিন পরিণতির বিষয়টি অনুধাবন করে থাকে।

❑ হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরগুলোকে অনুতাপের আগুনে প্রজ্বলিত করুন। আমাদের অন্তরগুলোকে দুনিয়ার আগুনে প্রজ্বলিত করুন এবং তাতে অনুতাপের স্ফুলিঙ্গঁ নিক্ষেপ করে তা বাড়িয়ে দিন। আমাদের অন্তরের মরিচাসমূহকে দূর করুন এবং এমন অবস্থায় এ দুনিয়া থেকে নিয়ে যান যখন আমরা পাপের প্রভাব থেকে মুক্ত। নিশ্চয়ই আপনি অবারিত রহমতের মালিক।

[**আল-খোমেইনী**, *চল্লিশ হাদীস,* অধ্যায়-১৭, 'তাওবাহ্' -হতে সংকলিত]

য

পরিশেষে ঃ

ইমাম জয়নুল আবেদীন (আ.) বলেন ঃ **"হে আল্লাহ্! আপনি হলেন সেই সত্তা যিনি ক্ষমার দুয়ারকে খুলে দিয়েছেন এবং এর নাম দিয়েছেন '*তাওবাহ্*', কেননা আপনি বলেছেন, '*তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা কর -আন্তরিক তওবা*' (সূরা আত-তাহ্রীম -৮)। তার জন্য আর কী অজুহাত থাকতে পারে যে দরজা উম্মুক্ত থাকার পরও তাতে প্রবেশের ব্যাপারে উদাসীন থাকে?"**

[**আল-সহিফা আল-কামিলাহ**, তওবাকারীর গোপন নামাজ]

ইসলাম সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ তথ্য বিস্তারিত জানতে হলে নীচের ওয়েব-সাইটটি দেখুন ঃ

http://al-islam.org/faq/

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাও আন্তরিক তওবার সাথে; হয়তো তোমাদের রব তোমাদের মন্দ কাজগুলোকে মোচন করে দেবেন . . ."

(আল-কুরআন, সূরা আত্-তাহ্রীম, আয়াত ঃ ৮)

আল্লাহ্র রাসূল (সা.) বলেন ঃ "তওবাকারীর চারটি চিহ্ন রয়েছে ঃ ১) সে কর্মকাণ্ডে আল্লাহ্র প্রতি আন্তরিক, ২) সে মিথ্যা এড়িয়ে চলে, ৩) সে দৃঢ়ভাবে সত্যের সাথে যুক্ত থাকে এবং ৪) সে ভালো কাজ করতে উৎসুক থাকে।"

[**আল-হারানি**, *তুহাফ আল-উকূল*, পৃষ্ঠা-২০]

আত্মার গুণাবলী ❑ ❑ ❑

অনুতাপ

(তাওবাহ্)

ইমাম জাফর আস-সাদিক (আ.) বলেন ঃ "যখন কোন বান্দা আন্তরিক অনুতাপসহ (তাওবাতুন নাসুহ্) আল্লাহ্র দিকে ফিরে যায়, তখন আল্লাহ্ তাকে ভালোবাসেন এবং দুনিয়াতে ও আখিরাতে তাকে (তার পাপ সমূহকে) ঢেকে রাখেন।" আমি বললাম, "কিভাবে তিনি তাকে ঢেকে রাখেন?" ইমাম (আ.) জবাবে বলেন, "তিনি দুই ফেরেশতাকে (লেখক ফেরেশতাদ্বয়) তার যে পাপ লেখা হয়েছিল, তা ভূলে যাবার নির্দেশ দেন। এরপর তিনি তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অনুপ্রাণিত করে (বলেন), 'তার পাপগুলো গোপন কর' এবং তিনি জমিনের সেই স্থানকে অনুপ্রাণিত করে (বলেন), 'তোমার ওপর সে যে পাপ করতো তা গোপন কর'। এরপর সে আল্লাহ্র সাথে এমনভাবে সাক্ষাৎ করে যে, তার কোন পাপ সম্পর্কে সাক্ষী দেবার কেউ থাকে না।"

[**আল-কুলাইনি**, *আল-কাফী*, কিতাব *আল-ইমান ওয়া আল-কুফ্র*, বাব *আল-তাওবাহ্*, হাদীস-১]

তাওবাহ্‌র বাস্তবতা

তাওবাহ্ বলতে বুঝায় মানব প্রকৃতির (*ফিতরাত্*) উন্মেষের পর আত্মার যে প্রাথমিক আধ্যাত্মিক পর্যায়- সেখানে ফিরে যাওয়া; কেননা পূর্বে তার চেতনা পাপ ও অবাধ্যতার কারণে অন্ধকারের আবরণে ঢাকা পড়েছিল। মানবাত্মার প্রাথমিক পর্যায়ে এর কোন আধ্যাত্মিক গুণ বা দোষ কোনটিই থাকে না। এটি যে কোন স্তরে পৌঁছাতে সক্ষম এবং তা মূল অবস্থায় থাকে বিশুদ্ধ, পাপমুক্ত এবং একটি স্বভাবজাত ঔজ্জ্বল্যে পরিপূর্ণ। পাপের প্রস্তুতি হৃদয়কে অস্বচ্ছ করে এবং স্বভাবগত প্রকৃতির আলো (*নূর*) নিভে গিয়ে তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। যাহোক, হৃদয় অন্ধকার দিয়ে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে যাবার পূর্বেই যদি কেউ অবহেলার তন্দ্রা থেকে জেগে ওঠে তাওবাহ্ করে, তাহলে আত্মা ধীরে ধীরে অন্ধকার থেকে আলোময় মূল এবং আবশ্যকীয় আধ্যাত্মিকতার দিকে ফিরে আসে। ইমাম বাকির (আ.)-এর বিখ্যাত হাদীসে এটি উল্লেখিত হয়েছে ঃ **"যে পাপ হতে অনুতাপ (তাওবাহ্) করে, সে সেই ব্যক্তির মত যে পাপই করেনি ...।"** [আল-কুলাইনি, *আল-কাফী*, কিতাব *আল-ইমান ওয়াল কুফ্‌র*, বাব *আত-তাওবাহ্*, হাদীস-১০]

তাওবাহ্‌র অত্যাবশ্যকীয় এবং প্রয়োজনীয় শর্তাবলী

সে ব্যক্তির *তাওবাহ্* কবুল করা হয় না যে কেবল ঘোষণা করে, "আসতাগ্‌ফিরুল্লাহ বা আমি অনুতপ্ত"। *তাওবাহ্* গৃহীত হবার অনেকগুলো শর্ত রয়েছে যা অবশ্যই পূরণ করতে হবে। নীচের হাদীসে সেগুলোর উল্লেখ রয়েছে ঃ

- ☐ বর্ণিত আছে যে, এক ব্যাক্তি ইমাম আলী (আ.)-এর সামনে *'আস্‌তাগফিরুল্লাহ'* (আমি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি) উচ্চারণ করলো। তিনি তাকে বললেন, "তোমার মা তোমার জন্য শোক করুন! তুমি কি জান *'ইস্‌তিগফার'* অর্থ কি? নিশ্চয় *'ইস্‌তিগফার'* হলো *'ইল্লিইয়ান'*-এর (মানুষের উচ্চ মর্যাদার) একটি স্তর এবং এটি এমন একটি শব্দ যা ছয়টি বিষয়কে বুঝায়। **প্রথম** হলো অতীতের জন্য অনুশোচনা করা। **দ্বিতীয়**, কখনও তা না করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। **তৃতীয়**, সেই বান্দার কাছে ফিরে যাওয়া যার অধিকার পূর্বে হরণ করা হয়েছিল, যাতে তুমি আল্লাহ্‌র সাথে এমন পবিত্র অবস্থায় সাক্ষাৎ করতে পারো যে, তোমার বিরুদ্ধে কারও কোন দাবী নেই। **চতুর্থ**, সকল দায়িত্ব পালন করা যা তুমি তোমার উদ্দেশ্য পূরণ করতে গিয়ে অবহেলা করেছিলে। **পঞ্চম**, তোমার দেহের রক্ত-মাংসের দিকে মনোযোগ দাও যা অন্যায় পরিচর্যায় বেড়ে উঠেছে, যাতে তোমার দুঃখবোধ ও অনুশোচনার ফলে তা গলে যায় এবং তোমার চামড়া হাড়ের সাথে লেগে যায়, এরপর সে স্থানে নতুন রক্ত-মাংস তৈরী হয়। **ষষ্ঠ**, তোমার দেহকে আনুগত্যের পীড়ার স্বাদ গ্রহণ করাও যা পূর্বে পাপের আনন্দময় স্বাদ গ্রহণ করেছিল। যখন তুমি এ কাজগুলো সম্পাদন করবে, তখন বলবে, *'আস্‌তাগফিরুল্লাহ'!*" [**নাহাজুল বালাঘা**, বাণী-৪১৭]

এ পবিত্র হাদীসটিতে তাওবার দু'টি পূর্বশর্ত উল্লেখ করা হয়েছে (অনুতাপ এবং সিদ্ধান্ত), কবুল হবার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত উল্লেখিত হয়েছে (স্রষ্টা এবং সৃষ্টির অধিকার ফিরিয়ে দেয়া) এবং সবশেষে, অনুতাপের বিশুদ্ধির জন্য দু'টি দিক তুলে ধরা হয়েছে।

তাওবাতুন্ নাসুহ (আন্তরিক অনুতাপ) ঃ

বিখ্যাত গবেষক আল-শায়খ আল-বাহাই (র.)-এর মতে *তাওবাতুন্ নাসুহ্*-এর অনেকগুলো অর্থ রয়েছে। এদের কয়েকটি এখানে উল্লেখিত হলো :

- ☐ যে *তাওবাহ্* মানুষকে 'উপদেশ' দেয়, অর্থাৎ এটি অনুতাপের ভাল ফলাফল হিসেবে ব্যক্তিকে অনুপ্রাণিত করে, অথবা যে তাওবাহ্ অনুতাপকারীকে পাপ নির্মূল এবং কখনও পুনরাবৃত্তি না করার পরামর্শ দেয়।
- ☐ যে *তাওবাহ্* বিশুদ্ধভাবে কেবল আল্লাহ্‌র জন্যেই করা হয়, যেমন করে খাঁটি মধু মোমমুক্ত থাকে, আর একেই বলা হয় *আসালুন নাসুহ্*। ঐকান্তিকতার দাবী হলো এই যে, অনুতাপ হতে হবে পাপের জঘন্যতা ও আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির জন্য - দোজখের আগুনের ভয়ে নয়।
- ☐ '*নাসুহ্*' শব্দটি আরবী '*নাসাবাহ্*' শব্দের সাথেও সম্পর্কযুক্ত, যার অর্থ হলো সেলাই করা, কেননা তাওবাহ্ পাপের কারণে ইমানের ছিঁড়ে যাওয়া দেহকে সেলাই করে এবং এটি অনুতপ্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র *আওলিয়া* (বন্ধু) ও তাঁর প্রতি ভালোবাসা পোষণকারীদের সাথে সেভাবে যুক্ত করে যেভাবে টুকরো টুকরো কাপড়কে সেলাই করে জোড়া লাগানো হয়।
- ☐ এ ছাড়াও অপর একটি ব্যাখ্যা অনুযায়ী, '*নাসুহ্*' হলো অনুতাপীর একটি বৈশিষ্ট্য এবং '*তাওবাতুন নাসুহ্*' হলো এমন তাওবাহ্ যে - এর সম্পাদনকারী নিজেকে এমন একটি পরিপূর্ণ অনুতাপের জন্য সতর্ক করে যে, পাপের প্রভাব থেকে হৃদয় সম্পূর্ণ শোধিত না হওয়া পর্যন্ত সে ক্ষান্ত হয় না। এ পর্যায়টি তখনই অর্জিত হয় যখন আত্মা দুঃখ-বেদনার স্বাদ নেয় এবং উত্তম আমলের নূরের মাধ্যমে, অতীত পাপের ফলে সৃষ্ট অন্ধকারকে দূর করে।

যত শীঘ্র, তত মঙ্গল . . .

সফল '*তাওবাহ্*' একটি কঠিন কাজ। নানা ধরনের গুনায় নিমজ্জিত হওয়ায়, বিশেষ করে গুরুতর ও ভয়ানক গুনাহ, ব্যক্তি *তাওবাহ্* সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসচেতন থাকে। যদি হৃদয়ের বাগানে রোপিত পাপের বৃক্ষ পূর্ণ বিকশিত হয়ে তার শেকড় শক্তিশালী হয়; এর ফলও হয় বিপর্যয়কর, এতে ব্যক্তি অনুতাপ থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে যায়। এমনকি কখনও কখনও *তাওবাহ্*-র কথা মনে আসলেও সে তা আজ না কাল, কিংবা এ-মাসে না ও-মাসে - এভাবে স্থগিত রাখে এবং নিজেকে বলে, "আমি শেষ জীবনে বৃদ্ধ বয়সে সঠিকভাবে তাওবাহ্ করে নেব।" এভাবে তা ঐকান্তিক চিন্তা হিসেবেই রয়ে যায়। এমন ব্যক্তি *তাওবাহ্* করতে পারে না, কারণ এ সময়ের মাঝেই পাপের শেকড়গুলো তার ব্যক্তিত্বের গভীরে পৌঁছে যায়। *তাওবাহ্*-র শ্রেষ্ঠ সময় হচ্ছে যৌবনকাল যখন পাপের পরিমাণ কম থাকে, হৃদয়ের অভ্যন্তরের আঁধার অসম্পূর্ণ থাকে এবং তখন *তাওবাহ্‌র* শর্তগুলো পূরণ করাও সহজ হয়। আল্লাহ্ প্রদত্ত এ সুযোগ যে কোন মূল্যে গ্রহণ করা উচিৎ এবং *তাওবাহ্*-কে স্থগিত রাখার শয়তানী ইশারায় সাড়া দেয়া অনুচিৎ। সুতরাং পাপ সংঘটিত হবার পর যত শীঘ্র সম্ভব *তাওবাহ্* করা উচিৎ। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যে এটি অনুভব কও, সে পাপ থেকে বিরত থাকে এবং অতীতের পাপ মোচন করে। তার অনুশোচনায় পূর্ণ অনুতপ্ত হৃদয়ে, পাপের জীবন থেকে বেরিয়ে আসার দৃঢ় প্রত্যয় জেগে ওঠে। আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন, আর যদি তার *তাওবাহ্* আন্তরিক হয় তাহলে সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভালোবাসা লাভ করে -যেমন কুরআনে বলা হয়েছে : '*আল্লাহ্ তাওবাকারীকে ভালোবাসেন।*' (সূরা বাকারা ঃ ২২২)

- ☐ ইমাম আলী (আ.) বলেন ঃ **"যদি তোমরা পরলোকে তাঁর করুণা লাভ করতে চাও, তবে আজই প্রস্তুতির সময়, কেননা আগামীকাল পুরস্কার দিবস। যাত্রার স্থান হচ্ছে জান্নাতের দিকে, যখন ধ্বংসের স্থান হচ্ছে জাহান্নাম। তোমাদের মাঝে কি এমন কেউ নেই যে মৃত্যুর পূর্বেই তার কৃত কর্মের জন্য অনুতাপ করবে, ত্রুটিপূর্ণ কাজের জন্য ক্ষতিপূরণ (কাফ্‌ফারা) দেবে, এবং তার ওপর বিপর্যয়কর শাস্তি নেমে আসার পূর্বেই ভাল কাজ করবে?"** [**নাহাজুল বালাঘা**, খুৎবা-৩৩]